রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ১৭, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৭ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৬.১৬৪—গত ১১ মে ২০১৮ তারিখ দিবাগত রাত ২.১৪ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বাংলাদেশের নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' মহাশূন্যে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়। এর ফলে বিশ্বে বাংলাদেশ ৫৭তম দেশ হিসাবে স্যাটেলাইট-প্রযুক্তির অভিজাত দেশের ক্লাবে যুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

২। ঐতিহাসিক 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' সফলভাবে উৎক্ষেপণ এবং স্যাটেলাইট ক্ষমতাধর ৫৭তম দেশ হিসাবে গৌরব অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-কে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ৩১ বৈশাখ ১৪২৫/১৪ মে ২০১৮ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩। মহাকাশে বাংলাদেশের নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর স্লট বরাদ্দের জন্য রাশিয়ার 'ইন্টার স্পুটনিক', স্যাটেলাইটটি নির্মাণের জন্য ফ্রান্সের 'থ্যালেস এলেনিয়া স্পেস' এবং তা সফলভাবে উৎক্ষেপণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 'স্পেসএক্স' প্রতিষ্ঠানসমূহকে একই প্রস্তাবে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

৪। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা, ৩১ বৈশাখ ১৪২৫ / ১৪ মে ২০১৮

গত ১১ মে ২০১৮ তারিখ দিবাগত রাত ২.১৪ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বাংলাদেশের নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' মহাশূন্যে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়। এর ফলে বিশ্বে বাংলাদেশ ৫৭তম দেশ হিসাবে স্যাটেলাইট-প্রযুক্তির অভিজাত দেশের ক্লাবে যুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। উল্লেখ্য যে বিটিআরসি কর্তৃক ২০১৫ সালের ১১ নভেম্বর ফ্রান্সের 'থ্যালেস এলেনিয়া স্পেস'-এর সঙ্গে উক্ত কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ, উৎক্ষেপণ ও ভূ-উপগ্রহকেন্দ্র নির্মাণের জন্য টার্ন-কী চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। এর পূর্বে রাশিয়ার ইন্টার স্পুটনিক প্রতিষ্ঠান থেকে ১১৯.১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ভূস্থির কক্ষপথ ব্যবহারের জন্য চুক্তি সম্পন্ন করা হয়। একইসঙ্গে 'থ্যালেস এলেনিয়া স্পেস' যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত 'স্পেসএক্স'-এর সঙ্গে স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে 'থ্যালেস এলেনিয়া স্পেস' স্যাটেলাইটটির নির্মাণ সম্পন্ন করে গত ৩০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত 'স্পেসএক্স'-এর নিকট প্রেরণ করে। 'স্পেসএক্স' তার উৎক্ষেপণকারী যান ফ্যালকন ৯-এর সর্বশেষ সংস্করণ ব্লক-৫ বুস্টার-এর মাধ্যমে ফ্লোরিডাস্থ কেপ ক্যানাভেরাল স্টেশন হতে অত্যন্ত সফলভাবে স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাকাশে পৃথিবী থেকে ৩৬,০০০ কিলোমিটার উচ্চতায় রাশিয়ার কাছ থেকে বরাদ্দকৃত অরবিটাল স্লটে আগামী ১৫ বছর অবস্থান করবে।

'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১'-এর পর্যবেক্ষণ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য গাজীপুরের জয়দেবপুর ও রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় দুটি গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' পরিচালনা এবং এর সফল ব্যবহার ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য 'বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড' নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়েছে।

'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১'-এর সফল উৎক্ষেপণের ফলে নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিকানার পাশাপাশি মহাকাশবিজ্ঞানের অসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। মহাকাশ-গবেষণা ছাড়াও স্যাটেলাইটের সক্ষমতা বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও সাশ্রয় দুটিই করা সম্ভব হবে। এ স্যাটেলাইট দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সেবার সম্প্রসারণে এবং ঝড় বা বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যোগাযোগব্যবস্থা সচল রাখতে ভূমিকা রাখবে। 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখাসহ সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলের মানুষের ইন্টারনেট ও ব্যাংকিং সেবা, টেলিমেডিসিন ও দূরনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারে বাধা দূর করবে।

মহাকাশজয়ের পথে বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা এক বিরাট সফলতা। এ সম্মান বাংলাদেশের, এ সম্মান সমগ্র বাঙালি জাতির। মন্ত্রিসভা মনে করে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল, প্রাজ্ঞ ও সুদক্ষ নেতৃত্বের ফলেই বাঙালি জাতির মহাকাশজয়ের এই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে; মহাকাশে উড়েছে বাংলাদেশের পতাকা। এ অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য পুত্র, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম রূপকার এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-এর মূল্যবান পরামর্শ, সমর্থন ও সহযোগিতার ফলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' সাফল্যজনকভাবে উৎক্ষেপণ সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়োপযোগী, জনকল্যাণকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন-পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেগুলির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্য-আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতে সক্ষম হবে বলে মন্ত্রিসভা দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে। মন্ত্রিসভা আরও আশাবাদ ব্যক্ত করে যে সকলের সমন্বিত প্রয়াসে উন্নয়নের এই পরিক্রমা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

ঐতিহাসিক 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' সফলভাবে উৎক্ষেপণ এবং স্যাটেলাইট-ক্ষমতাধর ৫৭তম দেশ হিসাবে গৌরব অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-কে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে।

মন্ত্রিসভা মহাকাশে বাংলাদেশের নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর স্লট বরাদ্দের জন্য রাশিয়ার 'ইন্টার স্পুটনিক', স্যাটেলাইটটি নির্মাণের জন্য ফ্রান্সের 'থ্যালেস এলেনিয়া স্পেস' এবং তা সফলভাবে উৎক্ষেপণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 'স্পেসএক্স' প্রতিষ্ঠানসমূহকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd